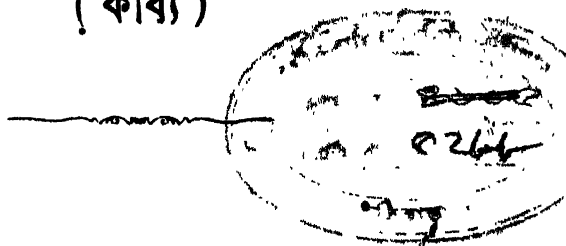
Presented to Babu
Surendra Lal Mitra
Dy Magistrate & Collr.
Berhampore
with
the author's best regards.

ভূতপূর্ব্বা ভারতেশ্বরী

ভিক্টোরিয়া ভারতী।

(কাব্য)



শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি, এ, কর্ত্তৃক

বিরচিত ও প্রকাশিত।



কলিকাতা,

বাগবাজার, ২নং আনন্দ চট্টোপাধ্যায়ের লেন,

পত্রিকা-প্রেসে

শ্রীকেশবলাল রায় দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

1913



THE FANCY PRESS.

ভিক্টোরিয়া স্তোত্রম্।



১। আশুতোষদ্বিজঃ শ্রীলো গোপীনাথং হৃদি স্মরন্।
ভিক্টোরিয়ায়াশ্চরিতং তনুতেহত্র যথামতি।

২। ভারতী ভারতীমেহস্ত ভারতেশ্যনুকম্পয়া।
ভারতী ভারবের্বাস্যাৎ ভারতেশ্যনুকীর্ত্তনাৎ।

৩। সৎপুত্রে বীরসিংহে সকল গুণযুতে সত্তমে ধার্ম্মিকেয়া।
ক্ষিপ্তা রাজ্যস্যভারং সুরপুরমগমৎ স্বেচ্ছয়াস্যস্যকায়ং॥
তস্যাভিক্টোরিয়ায়া গুণগণ গঠিতোভক্তি পুষ্পাঞ্জলির্মে
দোষাদাকৃষ্য ধীরৈর্নিজগুণ সলিলৈ গৃহ্যতাং সৎকৃতোসৌ।

৪। প্রোক্তাভিক্টোরিয়েত্বং ভুবন জনগণৈর্ভারতাধীশ্বরীতি।
এতন্নোৎকর্ষবাক্যং ত্বয়িবুধ বরদে যত্র সাম্রাজ্যলক্ষ্মীঃ।
উদ্যন্ যদ্রাজ্য মধ্যে দিনপতিরনিশং ক্বাপিনাস্তং গতোসৌ।
দোষাদস্মাৎ গতাত্বং বিবুধগণপুরং হ্যস্যদূরে কিমজ্ঞান্।

৫। তবকীর্ত্তিলতাবলিযুল্লসিতং।
পুরুষার্থকরং পরমং শিবদং॥
তনুতেহত্রফলং মধুরং সততং।
নহ্যচিত্রং পদং কিমিতঃ পরতঃ॥

৬। বহু সদ্‌গুণ মণ্ডিত মূর্ত্তিরসৌ।
সফলামর রাজিরুচি প্রতিমঃ॥
নমুতে তনুরাম স্বরত্ব পদং।
বত কিং ঘটনং খলুদগ্ধবিধেঃ॥

৭। ভুজদণ্ডবিমর্দ্দিত শক্রকুলং।
গুরুকল্পবিচক্ষণমন্ত্রিযুতং॥
জনকানুজ রাজ্যমদঃ সুচিরং।
উপভুঞ্জ সতীতনয়ায় দদৌ।

৮। জগতাং জননী জনদুঃখহরা।
সুরবাঞ্ছিত রঞ্জিত বেশধরা॥
কহিনূর মহামণি সম্মুকুটা।
পরয়া কৃপয়া বতু সাগুসুতং॥

বিজয় গীতি।



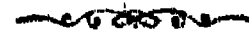
আমার জীবন-নদী মাঝখানে ভাসিয়া উঠিছে নিতি
অমল কমল ফুল সমান একটি বিজয় গীতি।
প্রতিদিন ধীরি ধীরি
সে বৈভব সুধা তরি
আমার দিবস আমার যামিনী হাসিছে মুদিছে ফিরি।

যেখানে শরণ লয়েছে, সে মোর মর্ম্ম গভীরতম,
অতল তল পশেছে মজিয়া সকল সুখ মম।
অসার বাসনা যত
নবীন মেঘের মত
তাহারে ঘেরিয়া বহিছে, বাদিছে প্রেমেতে হতেছে মত।

আমার কোমল আশালতাগুলি ফুল মুকুল তারে,
বিরস নিরাস বাহু-বেষ্টনে তারিতে চাহিছে তারে।
মায়া-হিল্লোল-ঘাত
জীব-কল্লোল-স্নাত
ধৈরজ-বিহগ একেলা সেথায় উড়িতেছে অতি দ্রুত।



উৎসর্গ পত্র।



দেবোপম পরমারাধ্যতম

শ্রীল শ্রীযুক্ত গুরুদেবের

শ্রীকরকমলে।

গুরো!

"না চাহি স্বর্গের ভোগ হাতে যদি পাই,"
সালোক্য সাযুজ্য আদি মুক্তি নাহি চাই;
১ তোমার সেবায় গুরো! দাও অধিকার,
তাহা ছাড়া ভক্তি মুক্তি কিবা আছে আর।

দয়াময় গুরু তুমি দয়া তব সার,
দয়া হ'তে প্রিয়বস্তু কি আছে তোমার;
২ যে জন জীবের প্রতি দয়া করে যত,
গুরু গো! তোমার সেবা সেই করে তত।

যে জন উপেক্ষা করি তোমারে গো হায়!
মত্ত হয় বিষময় বিষয় সেবায়;
৩ দিব্য চন্দনের গন্ধ ছাড়ি সে অজ্ঞান,
দূষিত শবের গন্ধ করয়ে আঘ্রাণ;

দয়ার নিদান তুমি! আমি অকিঞ্চন,
কি দিয়া পূজিব ভরে তোমার চরণ?
৪ একমাত্র অশ্রুজল দীনের সম্বল,
ঢালিব তোমার পদে তাহাই কেবল।

বিন্দু আমি, সিন্ধু তুমি করুণা অপার
ব্রহ্মাণ্ডে তুলনা নাহি পাই গো তোমার,
৫ বিম্বরূপে বিন্দুজলে প্রবেশে ভাস্কর,
তেমতি প্রবেশ তুমি অন্তর ভিতর।

হৃদি-বিল্বতরুমূলে অতি যত্ন করি,
পাতিয়াছি আত্মা-ঘট ভক্তি-জল ভরি;
৬ কর গো আনন্দময়! ঘটে অধিষ্ঠান,
তোমা বিনা হেরি আমি সকলি শ্মশান।

সেবক

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।



ভূমিকা।



কে না জানে যে, আমাদের স্বর্গীয়া ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া দয়াগুণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী? কে না জানে, নিরুপম স্নেহদানে তিনি গর্ভধারিণী জননী? কে না জানে, তাঁহার শান্তিময় রাজত্ব রামরাজত্ব বলিয়া বিদিত ও বিখ্যাত? এতাদৃশ অমূল্য রত্নের গুণগান শুনিতে কাহার না ইচ্ছা বলবতী হয়?

দীন গ্রন্থকার প্রাতঃস্মরণীয়া ভারতজননীর সুধা ও আশাময় নাম-মাহাত্ম্যে নির্ভর করিয়া পাঠক ও পাঠিকাগণের দ্বারদেশে উপস্থিত। এ পর্যন্ত ভারতের আবাল বৃদ্ধ বনিতা দুর্ব্বিষহ মাতৃশোক ভুলিতে পারেন নাই, এ জন্য আশা ও ভরসা এ গ্রন্থে বহুল দোষ বিদ্যমান থাকিলেও পাঠকগণ মার্জ্জনাপূর্ব্বক তাপশান্তির ও শোকাপনোদন জন্য স্নেহময়ী ভারতেশ্বরীর নামাঙ্কিত গ্রন্থখানিকে হৃদয়ে স্থান দিবেন। জগন্মাতার নামে কাল ভয় দূর হয়, সুতরাং তাঁহার প্রতিবিম্বা মাতার নামে গ্রন্থকারের যে লজ্জা ভয় দূর হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দের পাঠ্য নির্দ্দিষ্টের আশা পোষণের ও তাহাদের সুকুমার হৃদয়ে মাতৃভক্তি উদ্দীপনা করিবার ইচ্ছা ধারণের বিচিত্র কি?

বিশেষ সুযোগ গ্রন্থকার পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া এ গ্রন্থ প্রণয়ন-পূর্ব্বক প্রকাশিত করিলেন। গ্রন্থকারকে পণ্ডিতপ্রবর সুকবি মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত হরিলাল কাব্যতীর্থ মহোদয় তাঁহার অকৃত্রিম যত্নে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন।

৺আশুতোষেশ্বর শিবমন্দির,
কুণ্ডলা—জেলা বীরভূম।
সন ১৩১০ সাল, ২২শে জ্যৈষ্ঠ।

গ্রন্থকারস্য নিবেদনমিদং।

এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া গ্রন্থকারের কবিত্বশক্তি ও রচনা-কৌশল অনুভব করিলাম। * * * আশা করি, গবর্ণমেণ্ট স্কুলে পাঠোপযোগী হইতে পারে।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীশিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম,
ভাটপাড়া।

স্মৃতিতীর্থোপাধিক শ্রীবৈদ্যনাথ দেবশর্ম্মা।

পণ্ডিতপ্রবর সুকবি, বীরভূম গভর্ণমেণ্ট এণ্ট্রান্স স্কুলের হেডপণ্ডিত
মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত হরিলাল কাব্যতীর্থ মহোদয়ের
পত্রের অবিকল নকল।

* * * * * * * গ্রন্থখানি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। পাঠকগণের যাহাতে রাজভক্তি বাড়ে, গ্রন্থকার সরল কথায় তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; তাঁহার এই প্রশংসনীয় উদ্দেশ্যের জন্য পাঠকগণ গ্রন্থের গ্রাম্যতাদি দোষের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া গ্রন্থখানি পড়িলে গ্রন্থকার সুখী হইবেন।

প্রাতঃস্মরণীয়া ভিক্টোরিয়ার জীবনবৃত্তান্ত সরল পদ্যে লিখিয়া তিনি কেবল বালকগণের উপকার করেন নাই, এ দেশীয় অল্প শিক্ষিতা মহিলাগণেরও বিশেষ মঙ্গলসাধন করিয়াছেন; ইহা তাঁহার এক প্রকার জীবন চরিত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কবিতার স্থানে স্থানে ভাব অতি মধুর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, অধুনা এইরূপ পদ্যেরই আদর ক্রমশঃ বাড়িতেছে। কিন্তু গ্রন্থকার বোধ হয় দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া এই নবীন প্রথা অবলম্বনে গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন বোধ হইতেছে। সাধারণে তাঁহাকে উৎসাহ দিলে বিশেষ সুখী হইব। ইদানীন্তন রুচির অনুরূপ কবিতা লিখিবার শক্তি তাঁহার ভালই আছে, বিজ্ঞ সমালোচকগণ তাঁহা পাঠমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

শ্রীহরিলাল কাব্যতীর্থ,
বীরভূম।

রচয়িতার বঙ্গভাষার লিখিত পদ্যগুলি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। পদ্যগুলি প্রাঞ্জল সরস ও সারগর্ভ হইয়াছে।

শ্রীরামব্রহ্ম ন্যায়তীর্থ, শ্রীরামতারণ কাব্যতীর্থ, শ্রীরামতারণ তর্কালঙ্কার।

গ্রন্থকার অতি প্রাঞ্জল ও সুললিত বর্ণনাপটু।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল শাস্ত্রিনঃ, শ্রীনিমাইচন্দ্র বিদ্যাবিনোদস্য।

সূচীপত্র।



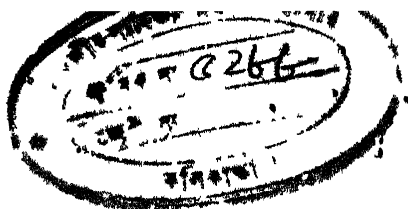
বিষয়।	পৃষ্ঠা

বিষয়। পৃষ্ঠা

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৮	৭	তথা	(তথা)
১০	৭	গো	এবে
১৬	১২	ফরে	করে
৩১	১	পিত	পিতা
৩৬	১৯	গো	(গো)
৪১	৯	অপসরা	অপ্সরা
৫৫	১৬	বিজয়া আকাশে	আকাশে বিজয়া





ভূতপূর্ব্বা ভারতেশ্বরী

ভিক্টোরিয়া ভারতী।

শিব স্তোত্র।

জয় জয় হর,
সর্ব্ব গুণাকর,
সর্ব্ব দেব পর,
হৃদি মাঝে চর।

গেল বাল্যকাল,
বাড়িল জঞ্জাল,
দিয়া পদ ছায়া,
কাট ভবমায়া।

জিনি শত দল,
দেহি পদ তল,
তাই মাত্র বল,
সাধিতে মঙ্গল।

আমি অতি দীন,
বারি বিনা মীন,

হ'য়ে আছি ক্ষীণ,
কর মোরে লীন।

৫ ভব তব ধাম,
ভব তব নাম,
কেবা বলে বাম,
বট অভিরাম।

৬ আশুতোষে ধর,
আশু তোষ হর,
যাহা প্রিয়তর,
ত্বরা করি কর।

৭ পাখী কর মোরে,
ভব পদ তরে,
যাই অতঃপরে,
বলি হর হর।

৮ দুখে সুখ হয়,
যদি দয়া হয়,
তুমি দয়াময়,
সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।

৯ রেখ রেখ পদে,
পড়ি ভব হ্রদে,
উর দাস হৃদে,
কাট মোহমদে।

১০ কত দাস এল,
কত দাস গেল,
লোকে বলে মো'ল,
আমি বলি হো'ল।

১১ শেষ কালে কালে,
নাহি লহে কোলে,
মোর দুখ রোলে;
তব হৃদি গলে।

১২ মন ভৃঙ্গ শুন,
করি গুন্ গুন,
গাহ হর গুণ,
তাপ হবে ন্যূন।

ভারতেশ্বরীর স্বর্গারোহণে শোকোচ্ছ্বাস।

অপ্সরা প্রতি!

১ খোল দ্বার ত্বরা,
স্বর্গীয় অপ্সরা,
সঙ্গীত লহরী,
তোল স্বর্গভরি!

২ ভারত ঈশ্বরী,
একে তব দ্বারী,

কিবা বলিহারি,
ধন্যা তব পুরী !

৩ মাতৃ সম হয়ে,
যতন করিয়ে,
দুখ বিনাশিয়ে,
তব ধামে ধায়ে !

৪ নিয়তির খেলা,
ভবধাম লীলা,
ভারতে ভাসালে,
স্বরগে হাসালে !

৫ ভাস এবে সুখে,
মরি মোরা দুখে,
হান বাণ বুকে,
লহ তেজে মাকে !

ঈশ্বর প্রতি !

১ দয়াময় নাম,
একি তব কাম,
তুমি হে নিষ্কাম,
গাহে গীতা রাম !

২ ধন্য তব কন্যে,
মারে করি ধন্যে,
দিলে অন্নপূর্ণে,
নিলে হরি শূন্যে !

৩ কারে কর সুখী,
কারে কর দুখী,
চির দেখে আঁখি,
কিবা আছে বাকী!

৪ যাহা ছিল হল,
আর কিবা বল,
দীনে কথা খোল,
কেন হুলাহল!

৫ সুখ তব হবে,
যশ নাহি রবে,
কেবা ভার লবে,
কাঁদি সবে দুখে!

৬ দাও ফিরে মারে,
রাখ কেন তারে,
মরি তব দ্বারে,
ভব শেষ পারে!

৭ কুরু কুরু দয়া,
কেটো নাহি মায়া,
দিয়ে পদ ছায়া,
রাখ এবে কায়া,

৮ কিসে পিতা আর,
দুখ বিষে জ্বর,

নাহি বল আর,
সবে মর মর!

৯ তারা বেঁধে ছিলে,
সীতা বনে দিলে,
বধ ধর্ম্ম পেলে,
চির কাল মেলে!

১০ ভাসি আঁখি জলে,
সুখ "মর" বলে,
নাহি ভয় কালে,
যাব সঙ্গে মলে!

স্বর্গীয়া ভাবতেশ্বরীর প্রতি!

১ কার ভাগ্য ফলে,
মারে মোর বলে
লয়ে সুত দলে,
রাখ পদ তলে!

২ চেয়ে দেখ রাজ্যে,
শোকে শর শয্যে,
স্বর্গ ধাম ত্যজ্যে,
নাশ সব লজ্জে!

৩ কিসে বাঁচে আশু,
বল মাগো আশু,
জীব তৈল বিশু,
রলো জয় শিশু!

ভারতেশ্বরীর প্রতি শিক্ষয়িত্রী মিস্ লেজানের উপদেশ।

১ তুমি মোর প্রাণ,
তুমি মোর মান,
ব্রহ্ম তব হৃদে,
পরি হর মদে।

২ তুমি মোর আশা,
তুমি মোর বাসা,
তব যশ ঘোষে,
রাখ মন আশে।

৩ নাহি মোর মাতা,
নাহি মোর পিতা,
দেহ তব কোল,
এই মোর বোল।

৪ নাহি পোষ ঘৃণা,
নাহি পোষ দেনা,
মধু মম বাণী,
হবে রাজ রাণী।

৫ পিতা তব স্থানে,
পিতা তব জ্ঞানে,
দীন হীন জনে,
রাখ সদা মনে।

জননী শোকে ভারতেশ্বরী।

১ সুশীতল তরু তুমি ভবে গো জননি,
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে তপ্ত যবে প্রাণী ;
এ সংসার মরুতে গো তুমি স্নেহধারা,
কার সাধ্য শোধে ধার ওগো শঙ্কাহরা।

২ কেমনে বিদায় দিব তোমা হেন খনি,
স্বর্গ বিরাজে তথা যথা চরণ দুখানি ;
ভব পারাবারে তব চরণ তরণি,
বিরাজিলে হৃদি মাঝে চিরকাল ধনী।

৩ অন্য ধনে তোমা ধনে না হয় তুলনা,
তোমারি তুলনা তুমি জানে জগজ্জনা ;
কি ছার কণ্টক রাজ্যে দুখের আগার,
কণ্টক বিঁধিলে কেবা করে হাহাকার।

৪ কত দিন কতরূপে দিয়েছি যাতনা,
নাহি জানে শেষে হবে এরূপ লাঞ্ছনা ;
স্তন্যসুধা দানে দীনে মিটায়েছ ক্ষুধা,
মনে কি গো ছিল শেষে দিবে এবে ব্যথা।

৫ কেমনে ভুলি সকলি শয্যা ধরা'পরে,
ছিল দুখে তব সুধা অঞ্চল মাঝারে,
তোর যতনের পাখী যাই গড়াগড়ি,
ত্যজি শয্যা ঝাড় ধুলা ওগো তাড়াতাড়ি।

৬ মলিন এবে তব ভিক্‌টোরিয়া চাঁদ,
নিঠুর কেন গো পাতি সর্ব্বনেশে ফাঁদ ;
নাহি জানি স্বপ্নে এবে মম কাছে দোষ,
ক্ষম ওগো দয়াময়ি নাহি কর রোষ।

৭° লোকে বলে মম রাজ্যে নাহি ওগো সীমা,
মাতৃহীন রাজ্যে কিছু নাহি গো গ্রাঘিমা ;
সে রাজ্যে সুখ গো যথা তোমারি উদয়,
জন্মে জন্মে মাতা তোরে বলি সুখ হয়।

দয়াময় বিধি তুমি বিদিত জগতে,
সাজে কভু এ আচার ভাসি দুখস্রোতে ;
ফুল দলে দলে কেবা কেন বা সৃজিলে,
শোকে দুখে মিশাইয়ে ভবে কি পাঠালে।

৯ বিনা মেঘে বজ্রপাত কে জানে স্বপনে,
কি সুখ বিধি তব সৃজি ভব-কাননে ;
ধন্য যোগী যোগে মগ্ন যারা যোগাসনে,
তুচ্ছ ছার মিছা রাজ অশন ভূষণে।

১০ ভক্তেরই তরে প্রভু পতিত-পাবন,
ভক্তেরই তরে প্রভু শ্রীমধুসূদন ;
ভক্তেরই তরে ঈশা ক্রুশে প্রাণ দিল,
ভক্তেরই তরে প্রভু স্বর্গে দেখা দিল।

১১ স্নেহময়ী জননী গো তাঁতে মিশাইল,
দয়াময়ী নাম আজ স্বর্গধামে হো'ল ;

দয়াময়ী সুতা বলি করি কৃতাঞ্জলি,
স্বর্গধাম হ'তে লও দীন পুষ্পাঞ্জলি।

১২ জনম গো পুণ্যে তব রতন উদরে,
পুণ্যে গো ভারতেশ্বরী জগত প্রচারে;
ভবলীলা সাঙ্গ করি হবে না কি দেখা,
তব পুণ্য মা কি গো হবে না শেষ রেখা।

১৩ কেন গো শোকাকুলা ভারত-জননী,
চিরদিন কার ঘর লয়ে গো জননী;
আশু হেন দীন যবে মাতৃহীন প্রাণী,
রাহুরূপে শোক কেন আনন্দঘাতিনী।

১৪ ভারতের মাতা তুমি কেবা নাহি জানে,
ভারতের সুখ গেল কালের শাসনে,
কাঁদে গো ভারত তব দেখ মা নয়নে,
ভাসাওনা ভারতে গো অশ্রু বরিষণে।

স্বর্গীয় কুমার লিওপাল্ড শোকে ভারতেশ্বরী।

১ ত্যজি মহানিদ্রা উঠ যাদুমণি,
ত্যজি মহানিদ্রা বাঁচাও জননী;
মণিহারা ফণি বাচে কি কখন,
রাহুগ্রস্থ কেন সুধাংশু বদন।

২ ভাই সব তব ভাসে নেত্রজলে,
ভ্রাতৃ-বৎসল তুমি জানে সকলে;
দয়ানিধি এবে কেন রে মলিন,
বিধি নিধি হরে হোয়েরে কঠিন।

৩ কালরাহু গ্রাসে তব প্রণয়িণী,
নয়ন উন্মীলি দেখ আনন্দদায়িনী,
তব আশে পাশে হৃদয়-পুত্তলী,
কোলে তুলে জুড়া জ্বালারে সকলি।

৪ মদন শাসন রূপ তব কাছে,
করিতে শাসন যাবে কার পাছে;
ছাড়িয়ে জননী যাবে কোন্ দেশ,
করো না দলন ছার রে এ বেশ।

৫ স্বপনে হেরিঙরে তোর পিতৃদেবে,
বলে তোর পুত্র রাণী কিহে দিবে;
স্বপন স্মরিলে কাঁপয়ে পরাণী,
তাই বলে কি রে কুসুমে অশনি।

৬ তোষিতে পিতারে চলিলে এখনি,
পিতৃভক্তি তোর আমি রে বাখানি;
বাচাতে পিতায় বধিলে জননী,
এ পাপ করে কে মাঝারে ধরণী।

৭ হতাশা তিমিরে তুমি রে প্রদীপ,
জীবন সাগরে তুমি রে দ্বীপ;

সাগর কল্লোলে জীবন হারাই,
মায়ার হিল্লোলে এখন দাঁড়াই।

৮ ফুটে কি কমল সমল সলিলে,
অনিল অনল কবিল কপালে;
একে একে খসে বে জীবনতারা,
কে জানে জগতে এরূপ ধাবা।

৯ করিয়ে চয়ন গেঁথেছি রে হার,
পুষ্পের সৌরভে কালের বিহার,
কুসুম উপরে (থাকিতে) নীহার পরিল,
অকালে কুমার এ ধাম ছাড়িল।

১০ তুলিয়ে কুমারে দিয়েছি চুম্বন,
সে সুখে কেন সে বিষাদ এখন;
দশ মাস ধরি দশ দিন তোরে,
দুখে সদা ঝরি কঠিন জঠরে।

১১ উঠ কুল রবি হেরি তব ছবি,
যাহা হবে হবি ভব ভাব ভাবি;
মা মা বলে ছিলে ভুলিলে সব কি?
তব পুণ্যফলে মা আর হব কি?

১২ হৃদি মাঝারে যে ফুল দিলা বিধি,
অকালে হরিলা বা কেন সে নিধি;
বাদ সাধা দিতে বাধা নাহি রে কি,
ভবধামে পাঠালে চায় রে বাকী।

১৩ কে বলে আমারে জগত জননী,
রাখিতে নারে সুতে সেকি জননী;
ধরে চরণ বলিব তারে পুরে,
দিওনা মুকুট ভবে আর শিরে।

১৪ দিয়ে পদছায়া রেখো ঈশা সুতে,
তুমি বিনা আছে কেবা সঙ্গে যেতে,
মাতা পিতা সবে পথের পথিক
নেত্রজল পেয়ে চলে প্রাণাধিক।

১৫ তুমি নির্ব্বিকার নিত্যনিরঞ্জন,
সাকারে বিকার জানে সর্ব্বজন,
কর্ম্মফলে ভুঞ্জি দুখ শোক যত,
তুমি কি করিবে বল ওহে বিশ্বতাত।

স্বপ্নে স্বর্গীয় পতি-প্রতিমূর্ত্তি দর্শনে ভারতেশ্বরী।

১ আহা কিবা মনোহরা মধুরা মুরত্তি,
তুমি কি আমার দেব নিরুপম পতি;
হৃদয়-পিঞ্জর ছাড়ি উড়িল যে পাখী,
দেখ প্রাণাধিকে ভাযে হাসে রে কি!

২ বহুদিন গত করি কেন হে আগত,
বিষম বিচ্ছেদে প্রাণ এবে ওষ্ঠাগত;

কি গুণে পড়িল মনে দাসী ভবধামে,
দাসীশূন্য আছে কি হে তব স্বর্গধামে।

৩ নিন্দি পিক-স্বনে ক্ষর সুধাও বদনে,
হৃদয় কবাট খুলি বোস হে আসনে,
হৃদয়েশ্বরী তব শূন্য হৃদয়ে ভবে
মুকুট ধারণ দুখ কারণ হে সবে।

৪ পেয়ে পিতা দয়ামায়া ভোল সমুদয়,
প্রাণদীপের কভু হে উচিত এ নয়,
ছায়াদেবী নামে মোরে ডাকিতে হে নাথ,
ব্যর্থ করি সে নাম চলিলে কার সাথ।

৫ এ ভবধাম গোলোকধাম করেছিলে,
ভুলিয়ে সকলি কি সুখ আশে চলিলে,
তব পিতা সব সুখদাতা জানি এবে
দুখদাতা কেমনে হে ধাতা নাম লবে।

৬ ধরিয়ে চরণ দাসী হে মিনতি করে,
সুখ কমল তুমি কেবল সরোবরে;
পতি প্রাণ পতি মান পতি হে দেবতা,
পতি সুখ পতি দুখ পতি হে বারতা।

৭ পতিহীন ধন ভুজঙ্গহীন ও মণি,
স্বামী পদধন অমূল্য রতন জানি;
তব পদে সব রতন লুকায়ে থাকে,
মনের দুখ মম জানে বলিব কাকে।

৮ রেখ রেখ মনে হে নাথ এ অনাথারে,
দেখি দেখি হে তব চরণ তরণী রে ;
ভববাসা শেষে আশা ওরূপ শিয়রে,
পাপতাপ ওরূপ বিনা কে নিবারে।

৯ ধরোনা ধরোনা অযতন গত যত,
ভেবোনা ভেবোনা কুবাক্য বলেছি কত
বলোনা বলোনা পতিহীনা আমি ভবে
ভুলোনা ভুলোনা অগতির গতি তবে।

১০ তোমারি ললনা তোমারি ললনা নাথ,
তোমারি কমল তোমারি কমল সাথ,
তোমারি বচন তোমারি বচন মধু,
তোমারি বদন তোমারি বদন বিধু।

১১ তোমারি কুমার তোমারি কুমার এবে,
তোমারি হৃদয় তোমারি হৃদয় ভবে,
তোমারি আসন তোমারি আসন শূন্য,
তোমারি ভূষণ তোমারি ভূষণ গণ্য।

১২ চল চল যাব নাহি রব হে এ ভবে,
বল বল দেখা কোথা তোমার হে হবে,
সঙ্গে সঙ্গে যাব থাইব তোমার সাতে,
জয় জয় নাথ বলিব মনের সাধে। (পুলকপাতে)

পিতৃব্য উইলিয়াম শোকে ভারতেশ্বরী।

এ কি শুনি নিদারুণ বাণী দূত মুখে!
ধরাধাম ত্যজি অমর হয়ে রে পিতা
আজি শান্তিপুরে চলে? অশ্রুজল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা অপূর্ব্ব তরুবরে?
বিষাদসাগরে এবে কাণ্ডারী কে ভবে?
রাজ মুকুটে কিবা প্রয়োজন? কোমল
কুসুম কোরকে প্রবেশিলে চিন্তা-কীট
রাখে রে কি আর সে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য?
ভস্ম তুলারাশি যথা রে অগ্নি সংযোগে?
কে আর ভবে ভয়ে ভয়ত্রাতা মোদের?
গুণহীন ধনু যথা! চক্রহীন রথ!
দোর্দ্দিণ্ড সংসার সমরে কাতর যবে
সস্নেহে সম্ভাষি চুম্বি এ বদন ভয়
হরে হয়ে অভয়দাতা? তুলিয়ে ক্রোড়ে
হৃদয়পুত্তলী হৃদে রাখি তোষে? ভাষে
আনন্দদায়িনী সোণার হরিণী মম?
মধু আলাপনে আলাপে পাপ শ্রবণ?
সোণার দেউটী নিভিল জন্মের তরে?
তুলসী মূলহীন কালের প্রতাপে?
বিল্বের দল ভাসিল অগাধ সলিলে?
দেখি ফেরে দূরে ভাসি আঁখিনীরেকর

প্রসারণে সহাসে নাশেরে চির ত্রাস
মা মা বলি রে মোরে কার প্রফুল্ল মন!
শিখী সম হৃদি নাচে কার মোর সুখে!
পড়িলে বিপদে রাখিবে কে পদে পদে!
এ হেন রতন ভাসিল অগাধ জলে!
ভাসাল সবে শোকসিন্ধুকূলে? নীরব
সব, দেখিরে শবাকার সব এ ভবে!
শূন্য সিংহাসন! শূন্য রে রাজভবন!
শূন্য মহাসভা! শূন্য বীরপ্রসূ ভূমি!
শূন্য মনে বীরগণে অশ্রু বরিষণে
ভাসাই মেদিনী? কাঁপাই অবনী ঘোর
রোদনের রোলে যতেক রমণী আজ?
কাঁদেরে রাজরাণী জননী মোর?
হা নাথ হা নাথ অনাথ সকলে ধ্বনি!
কি বলিয়ে বুঝাব রে জননীরে মার!
জিজ্ঞাসিবে যবে কোথারে জনক তোর?
মোর ধ্রুবতারা? স্নেহতরু সবাকার?
আর কি দেখিব সে করুণ বদনে?
আর কি নমিব রে সে যুগলচরণে?
স্মৃতির দংশনে প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করে!
কোথা গো পিতঃ রক্ষ তব অনাথা দাসীরে!
স্বর্গধাম হ'তে স্নেহধারা বরিষণে
নিবার দুখ জ্বালা! পিতৃহীনার পিতা
কে আর সম্ভবে, স্বার্থপর এ জগতে?

যাও যাও পিতঃ অমরপুরে! দেখিব
কে রক্ষে কালে, ভক্তি ডোরে যবে বাঁধিব
সে ভক্তবৎসল ভগবানে? শাসিব
দাসিব ভয়াল কালে চিরকাল তরে?
বসিবে তুমি জনকের সনে! এ দাসী
সেবি চরণ দুখানি সফল করিবে
বিফল জনম তার? দুখময় ভবে
সুখ কি আর? তাই চরণ তবি রাখি
হৃদে! পুরাও বাসনা স্বর্গধাম হ'তে।
বাঁচাও প্রসূনে তব (নব) স্বর্গধাম হ'তে!

ভারত দুর্ভিক্ষে ভারতেশ্বরী।

এ কি হাহাকার, শুনি সবাকার
ভারত গগনে।
সোণার ভারত, এবে শয্যাগত,
দুর্ভিক্ষ পীড়নে॥

জাগ্রত ভারত, হ'বে নিদ্রাগত,
না জানি স্বপনে।
সুখের আকর, দুখের নিগড়,
অদৃষ্ট লিখনে॥

ভারত কি ছিল, ভারত কি হোল
দুখ ঘরে ঘরে।
ভারত রতন, ভারত যতন
পুণ্যে জ্ঞান করে॥

শরীর শিহরে, দুর্ভিক্ষ বিহরে
এবে দিন দিন।
দিন দিন ক্ষীণ, দেখি সব দীন
ভারত মলিন॥

ভূমি কম্প কম্পে, বাঙ্গালা বম্বে
মাদ্রাজ সেতারা।
ঘর সব পড়ে, থর থর করে
পাপে বসুন্ধরা॥

শোকে কাঁদে শিশু, কোথা প্রভু যিশু
কাঁদে তব দাসী।
ভারত ঈশ্বরী, কেন নাম ধরি
হই বনবাসী॥

বন ফল খাব, তব গুণ গাব
ভুঞ্জি চিরসুধা।
যোগে যোগী সুখী, কেন কর দুখী
দিয়ে রাজ্য বাধা॥

ক্রুশে প্রাণ দিলে, পাপ তাপ নিলে
পুণ্য ফল ফলে।

সংসার সলিলে, আমায় ভাসালে
ভক্তদল দোলে ॥
রেখোনা রেখোনা, দিওনা দিওনা
ব্যথা চিরদিন।
ভাবি হোল ক্ষীণ, জীব মোর মীন
ক্রুক্ত মোরে লীন ॥

বুরযুদ্ধে সৈন্যগণ প্রতি ভারতেশ্বরীর উৎসাহ বাক্য।

সাজ সাজ সৈন্যগণ, সাজ সাজ সৈন্যগণ
বৃটিশ কেশরী জগত প্রচারে।
যাক্ প্রাণ রাখ্ মান, যাক্ প্রাণ রাখ্ মান
বৃটিশ পতাকা পৎপৎ করে ॥
স্বর্গের অপ্সরা তব, স্বর্গের অপ্সরা তব
দেখিতে বীরত্ব বিমানে বিহরে।
মদে মত্ত বুরজাতি, মদে মত্ত বুরজাতি
ধিক্ জন্ম তব বৃটীনী উদরে ॥
বুর বোথা ধন্যবীর, বুর বোথা ধন্যবীর
শুনিয়া ধমনী বর্ষে অগ্নিকরে।
পতঙ্গের ব্যঙ্গ দেখে, পতঙ্গের ব্যঙ্গ দেখে
অগ্নিশিখাসম জলে মোর শিরে ॥

ভিক্টোরী জননী তব, ভিক্টোরী জননী তব,
বিফল বিজয়া নাম নাহি ধরে।
বিরাজে স্বর্গের তেজ, বিরাজে স্বর্গের তেজ,
কাল ভয় হরা হৃদি পয়োধরে॥
কি কর কি কর আর, কি কর কি কর আর,
পূরাও গগন মার মার শব্দে।
বিজয়া কি ডরে কভু, বিজয়া কি ডরে কভু,
বিভু সনে শোভিতে তার খৃষ্টাব্দে॥
চিররাজে বীর তব, চিররাজে বীর তব,
কে না জানে স্বদেশভোম ইংলণ্ডে।
বীর রসভাষে ভাসি, বীর রসভাষে ভাসি,
ত্যজি দেহ অমর হও তদ্দণ্ডে॥
দেন্মাট কামান আনি, দেন্মাট কামান আনি,
যশে কাঁপাও স্বরে ওরে মেদিনী।
ইতিহাস দেবে সাক্ষী, ইতিহাস দেবে সাক্ষী,
ধন্য বীর ধরে বৃটান জননী॥
তব দেহে কিবা হবে, তব দেহে কিবা হবে,
কাঁদে ঘরে ঘরে রমণীমণ্ডলী।
প্রতিহিংসা করি ভর, প্রতিহিংসা করি ভর,
কর ভ্রাতৃগণে স্বর্গে কুতূহলী॥
কি আর বলিব ওরে, কি আর বলিব ওরে,
দীপ্ত ক্রোধাগ্নি মোর কিসে নিবারে।
ট্রান্সভাল বীরশূন্য, ট্রান্সভাল বীরশূন্য,
এ সুধাপানে চিত্ত কি নৃত্য করে॥

দয়াময়ী নিরদয়া, দয়াময়ী নিরদয়া,
অসম্ভব ভবে সাঁগর শুকালে।
স্বপ্নে আসি সুতে বলে, স্বপ্নে আসি সুতে বলে,
মাগো বুব-বক্তে তৃপ্ত পুত্রদলে॥

অনাথ বালকের প্রতি ভারতেশ্বরীর উক্তি।

কেঁদোনা কেঁদোনা ওরে বাছাধন,
মোরে জননী জানে যে সর্ব্বজন।
যাহা চাই তাহা দিব তোরে সদা,
অনাথ বালকে প্রভু রক্ষাদাতা।
দিব তোরে বিদ্যালয়ে বিদ্যার্জ্জনে,
নাহি কর ভয় এবে কোনখানে।
মন দিয়া করিবে বিদ্যাধ্যয়ন,
সকলের সার বিদ্যা মহাধন।
পড়িলে মা রে মনে ডেকো মা বলে,
কোলে নেব আমি তোরে অবহেলে।
ঈশ্বর দয়ার সাগর দুর্দ্দিনে,
তিনি বিনা কেহ নাই এ ভুবনে।
উঠি প্রাতে তাঁর নমিবে চরণ,
দুখ হবে তাঁর লইলে শরণ।

বিধবার প্রতি ভারতেশ্বরীর উক্তি।

কেঁদোনা কেঁদোনা গো, এস আমার ঘরে,
আমি গো দুহিতা হব তব এ সংসারে।
পতিশোক ভুলিতে উপায় ভাল আছে,
ভক্তিজলে ভাসিলে সদা তার কাছে।
করুণানিদান তিনি জানে সর্ব্বজন,
করুণা প্রকাশিতে গো তিনি বিচক্ষণ,
শোক তাপ দূরে যাবে নাহি রবে ক্লেশ,
ভবধামে সবে তার দয়া গো অশেষ।
জগতের পতি তিনি কেন ভাব পতি,
বিপদে তিনি গো ভবে অগতির গতি।
ঈশ্বর তাঁহার নাম দয়ার সাগর,
পতিতপাবন তিনি ব্যক্ত চরাচর।

পুষ্প প্রতি ভারতেশ্বরী।

পুষ্প এবে তুমি হও হৃদে বিকশিত,
চেয়ে দেখ দয়াময় তথা অধিষ্ঠিত।
বাসে ভাল প্রভু তোরে প্রাণের সহিত,
তাহে গাঁথি হার তোরে করিয়ে রচিত।
তোর সৌরভে ভবে পাগল অলিকুল,
তোর সৌন্দর্য্যে শোভেরে রমণীর চুল।

ফুলে ফল ভবে কেরে নাহি এবে জানে,
জলে ফুল ভবে এবে প্রভু গুণগানে।
তোমার মানের যাই এবে বলিহারি,
শিরে রাখে প্রভু তোঁরে সব তুচ্ছ করি।
তুমি রে শোভা সাধের উদ্যান মাঝারে,
তুমি দেব মনোলোভা ব্যাপ্ত চরাচরে।

ভারতেশ্বরীর কুকুরের সোহাগ।

বুলি! কে তোরে দিল রে হৃদয় নির্ম্মল,
বুলি! কে তোরে শিখায় রে দয়ার ফল।
বুলি! বে তোরে বলেরে প্রভু এবে বল,
বুলি! জানিলাম তোর জনম সফল।
একখণ্ড রুটী তরে ফের অকাতরে,
তব ধ্বনি করে ধনী নরাধম নরে।
দয়াময় প্রভু উদয় এবে তোতে,
ভক্তিজলে ভাসে তব চক্ষু দিবারেতে।
নাহি ধন দিতে ভবে তোররে তুলনা,
প্রভু ছাড়া যবে তুমি কিছুরে জাননা।
এস এস রাখিব তোরে রে মোর বক্ষে,
যতনে মুছাই জল তোর রে ঐ চক্ষে।
যাহা চাও তাহা দিব কিসের ভাবনা,
হৃদয়ে বিরাজ তুমি তাহা কি জাননা।

লর্ড মেলবোর্ণের বিদায় উপলক্ষে ভারতেশ্বরীর উক্তি।



১ কাঁদে তব প্রণয় যুগল!
স্নেহে তুমি অপূর্ব্ব কমল!
হৃদে রাখি স্বর্গীয় মাধুরী!
কিসে ভুলি উচ্ছ্বাস লহরী!

২ তরি তুমি সংসার সাগরে!
ডুবি এবে অকুল পাথারে!
মণি তুমি অজ্ঞান তিমিরে!
ফণি আমি হারায়ে তোমারে!

৩ কোথা দয়া দয়াব সাগর!
কোথা মায়া স্নেহের আকর!
এবে সভা রতন বিহীন!
এবে মাতা শোকেতে মলিন!

৪ স্নেহরজ্জু লহ হে তোমার!
আসি তন্তু করিবে সংহার!
চিন্তা অণু প্রবেশে কোরকে!
গুণ রেণু বাজিছে স্ফাটিকে!

৫ প্রভু রাখে তোমারে কুশলে!
দুখ থাকে বিপক্ষ কল্লোলে!
মনে থাকে দুখিনী হরিণী!
বিধি পাকে নিদ্রিতা সিংহিনী!

ভারতেশ্বরীর প্রকৃত সুখ সম্বন্ধে উক্তি।

১ উন্নত পর্ব্বতচূড়ে অগাধ সাগরে,
অথবা মেদিনী তলে রত্ন আছে যত,
পায় যদি কোন জন নিজ ভোগ তরে,
ভেবনা প্রকৃত সুখ তার অনুগত।

২ আকাঙ্ক্ষা অসীম যার উদ্বেগ প্রবল,
শক্তির অধিক চেষ্টা করে অনুক্ষণ,
আশাভঙ্গ বিনা তার কোথায় মঙ্গল,
সুখ তার নভোপুষ্প অথবা স্বপন।

৩ যোগ্যতার অতিরিক্ত না পেয়ে সৎকার,
পরের গ্লানি গানে সদা মত্ত মন,
আপন অশক্তি প্রতি দৃষ্টি নাহি যার
প্রকৃত সুখের স্বাদে বঞ্চিত সে জন।

৪ পরিহরি শুভকর স্বচেষ্টা উদ্যম,
স্বার্থতরে পালে যেই চাটুকার ব্রত,
শ্রেয়োলাভ বৃথা তার পণ্ড পরিশ্রম,
জগতে অসুখী কেহ নহে তার মত।

৫ দিয়া যেই দুরাশার চরণে শৃঙ্খল,
শ্রম অনুরূপ ফলে প্রফুল্ল হৃদয়ে,
কার্য্য করে প্রতিদিন বুঝি আত্মবল,
আপন অধীনে রাখে ইন্দ্রিয় নিচয়ে।

৬　সম্পদ বিপদে যার ক্ষুব্ধ নহে মন,
হৃদয়ে সন্তোষ রহে শান্তির আশ্রয়,
সত্য সরলতা যার কণ্ঠের ভূষণ,
প্রকৃত সুখের সেই প্রকৃত আলয়।

ভারতেশ্বরীর ভূষণ ও নীতি সম্বন্ধে উক্তি।

ভূষণের অভিলাষ কর পরিহার,
কাজ কি কণ্ঠেতে পরি হীরকের হার?
সত্য বটে মানবের যৌবন কৈশোরে
বাড়ে অতি তনুরুচি ভূষণ অম্বরে।
বার্দ্ধক্যে পড়িলে কিন্তু সেই ভূষাবাস
বানর বলিয়া সবে করে উপহাস।
শৈশব বার্দ্ধক্য কিম্বা যৌবন কৈশোর
সর্ব্ব অবস্থায় হয় সর্ব্ব রুচিকর,
এমন সুনীতি ভূষা বিজ্ঞান বসন
পরিয়া মানব সুখী হও সর্ব্বক্ষণ॥

ভারতেশ্বরীর উদ্যম সম্বন্ধে উক্তি।



অতল জলধিতলে নানা রত্ন থাকে বলে
প্রাণ মায়া ত্যজি কতজন,
ভাবী সুখে মত্ত হয়ে ভুলি বর্ত্তমান ভয়ে
হয় বেগে সলিলে মগন।
কাক ভাগ্যে রত্ন ফলে কেহ ডুবি মরে জলে
হাঙ্গরে কুম্ভীরে কারে খায়,
লব্ধ রত্ন রাখি তীরে জীবিত আবার নীরে
দেয় ঝাঁপ মুকুতা আশায়।
মগ্ন মৃত দেখি এঁকে অপরে উদ্যম থেকে
বিরত না হয় কদাচন,
জন্মিলে মরণ হবে ইহা সার বুঝি সবে
স্বার্থতরে করে প্রাণপণ।
অলক্ষিতেতে বহি যায় অনাদি অনন্তকায়
বেগশূন্য সময় সাগর,
তার গর্ভে তুলাহীন কত রত্ন আছে লীন
হয় শিশু উদ্ধারে তৎপর।
বিঘ্ন দেখি ভীত হয়ে লভিতে রতনচয়ে
নিরুদ্যম হ'য়োনা কখন।
ব্যর্থ চেষ্ট বারবার যদি হও, তবু তার
লাভ আশা কোরনা বর্জ্জন।

হয়ে অতি দৃঢ়ব্রত যত্ন কর নানা মত
অবশ্যই সুফল ফলিবে,
যথাকালে শ্রমফল দেন বিধি সুপুষ্কল
ইহা স্থির অন্তরে জানিবে।
মৃত্যুভয় জলে স্থলে সদা বর্ত্তমান বোলে
কাপুরুষে থাকে উদাসীন,
চতুর উৎসাহী জন কিন্তু করে প্রাণপণ
রত্নাকরে হইতে অদীন॥

ভারতেশ্বরীর ঈশ্বর স্তোত্র।

১ ওগো পিত! অন্ধ আমি দৃষ্টি মোর নাই
অন্ধকারে আমি তোমা দেখিতে না পাই,
আঁধারে মাণিক তুমি অন্ধের লোচন,
কৃপা কোরে অভাগীরে দাও দরশন।

২ শাস্ত্রজ্ঞান আছে কিন্তু ভক্তি নাহি যার,
সে নাহি শরণ পায় চরণে তোমার,
দিব্য আঁখি থাকিলেও গভীর আঁধারে,
বিনা দীপে পথ কেহ জানিতে কি পারে?

৩ বড় ইচ্ছা করে পিত! তব গুণ গাই,
মূর্খ আমি কি বলিব ভাবিয়া না পাই,
শিশুরে শিখায় কথা জননী যেমন,
আমারে তোমার কথা শিখাও তেমন।

৪ পিত গো! তোমার পদে টান তুমি যারে,
কেহই তাহারে আর রাখিতে না পারে,
শত শত মায়াময় কঠিন বন্ধন,
তৃণসম অনায়াসে সে করে ছেদন।

৫ পিত গো! আত্মার আত্মা তুমিই আমার,
তুমিই প্রাণের প্রাণ হৃদয়ের সার,
তুমিই গতির গতি এ ভবে সবার,
বলিতে পারি না তুমি কি ধন আমার।

৬ বদনে বিকট হাস্য কর প্রসারিয়া,
রবিসুত অতি রোষে আসিছে ধাইয়া,
পিত গো! কোথাও আমি না পাই অভয়,
তাই আজি তব পদে লয়েছি আশ্রয়।

৭ অধম পাতকী আমি কি বলিব আর,
পড়েছি কালের হাতে নাহিক নিস্তার,
কালভয় নিবারণ! পতিত পাবন!
অভয় চরণে আজি দাও গো শরণ।

৮ মন প্রাণ আত্মা মোর শরীর ছাড়িয়া,
সকলি তোমার কাছে গিয়াছে চলিয়া,
পিত গো! এ শূন্য দেহ রয়েছে পড়িয়া,
জানি না মরেছি কিম্বা রয়েছি বাঁচিয়া!

৯ যত দুঃখ দাও পিতা সহিব সকলি,
কেবল তোমারে যেন কভু নাহি ভুলি,

যে যাতনা হয় পিতা ভুলিলে তোমায়,
তার কাছে অন্য দুঃখ সুখে সহা যায়।

১০ কেহ যদি ঘর বাড়ী পোড়ায় আমার,
সম্মুখে স্ত্রীপুত্রগণে করসে সংহার,
তব পাদপদ্ম হ'তে তথাপি হৃদয়,
ক্ষণমাত্র যেন নাহি বিচলিত হয়।

১১ যে যথায় আছ আজি ওহে ব্যাধিগণ!
যত পার তত মোরে করহ পীড়ন;
বিশ্বজনকের পদে স'পেছি জীবন,
নহে ত আমার প্রাণ আমার এখন।

১২ যখনি পাপেতে মতি হইবে তোমার,
পিত পিত বোলে জীব! ডেকো বারেবার,
ও নাম করিবামাত্র দূরে যাবে পাপ,
শীতল হইবে প্রাণ জুড়াবে সন্তাপ।

১৩ পিত পিত বলিতে বলিতে বারবার,
পড়িবে অন্তিম শ্বাস কবে রে আমার!
নাম করিলেই পিতা কোলে দিবে স্থান,
জুড়াইবে সব জ্বালা লভিব নির্ব্বাণ।

১৪ পিত গো! তুমিই মোর নয়নের তারা,
হৃদয় আকাশে মোর তুমি ধ্রুবতারা,
নয়ন মেলিয়া তোমা নিরখি যেমন,
তেমনি নিরখি তোমা মুদিলা নয়ন।

১৫ কি বলিব তব গুণ কৃপাময় পিত!
বলিতে না সরে বাণী হই লজ্জালতা;
অস্পৃশ্য চণ্ডাল পাপী যে ডাকে তোমাকে,
অমনি অভয় কোলে তুলে লও তাকে।

১৬ শিশুও যদ্যপি বাঁচে জননী বিহনে,
জলাশয় বিনা যদি বাঁচে মৎস্যগণে,
শস্যও যদ্যপি বাঁচে বিনা বরিষণে,
তব দয়া বিনা আমি বাঁচি না জীবনে।

১৭ তোমারে স্মরিলে ডুবি সুধার সাগরে,
ভুলিলেই পড়ি তপ্ত তৈলের ভিতরে;
পিত গো! তোমারে আমি ভুলি বারবার,
আমা হেন হতভাগ্য কেবা আছে আর?

১৮ চূর্ণ করি চরাচর এ তিন ভুবন
বহে যদি প্রলয়ের প্রচণ্ড পবন,
মলয় পবন সম করি তাহা জ্ঞান,
তুমি যদি হৃদে মোর হও অধিষ্ঠান।

১৯ তুমিই প্রাণের প্রাণ সর্ব্বস্ব আমার,
যা'ক প্রাণ ধন মান গৃহ পরিবার
ওগো পিত! তোমা হারা হইব যখনি
সর্ব্বনাশ বনবাস জানিব তখনি।

২০ শিশু যথা মার স্তনে লাগায়ে রসনা,
আর কোন মিষ্টরস করে না কামনা,

তেমনি ও পাদপদ্মে লেগে যেন রই,
দিলেও স্বর্গের সুধা যেন নাহি লই।

শিক্ষকের প্রতি ভারতেশ্বরীর উক্তি।

যশের ভাণ্ডার তুমি চিরকাল তরে।
দয়ার সাগর তুমি সেই জানে চিতে
দীন যে দীনের সখা! প্রোজ্জ্বল জগতে
হেম গিরি হেম ভাতি অম্লান কিরণে।
কিন্তু কর্ম্মফলে পেয়ে সে ধরণী ধরে
যে জন শরণ লয় সোণার চরণে,
সেই জানে কত ফল ধরে কত মতে
শৈলেশ! কি ভোগ তার এ ভঙ্গ ভবনে!
ঝরে বারি নদীরূপে অমলা কিঙ্করী।
যোগায় সুধার ফল পরম যতনে
অভ্রভেদী তরুদল, দাসরূপ ধরি।
পরিমলে ফুলকুল সর্ব্ব দুখ হরে।
তপন তাপিতে শীতলা ছায়া বনেশ্বরী।
নিশায় সুসার নিদ্রা, শান্তি দূর করে।
দীনের মন্দির তুমি, যশ বিদ্যাপতি!
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজি করিয়া ভকতি।
যশ ফল মালা গলে, নয়ন নেহারে!
দেখিতে শমন তোমা না আছে শকতি।

প্রস্তরের স্তম্ভ যবে গলি বারি হবে
বাড়িবে সৌন্দর্য্য তব মনের সংসারে।

বিদায়কালে এলবার্টের প্রতি ভারতেশ্বরীর উক্তি।

ইন্দ্রপুরে ইন্দ্রতনু, যদুপতিমতি
ঐন্দ্রি, যথা বীর-ধ্বজা বাধি কুতূহলে
ফিরিলা অরণ্যবাসে, তুমি হে তেমতি
যাও ফিরে সুখে এবে জর্ম্মণ-মণ্ডলে।
মনোভূমে স্নেহ-নদী তব প্রবাহিতা!—
ধন্য ভাগ্য, হে সুভগ, তব ভব-তলে!
কোন্ মূল্য দিয়া কিনি তোমা হেন ধনে!
কোন্ মূল্য! এ যন্ত্রণা কিসে হে পাসরি!
কোন্ ধন কোন্ রত্ন কোন্ মণিহারে
এ অপূর্ব্ব দ্রব্য লাভ? কোন্ দেবে স্মরি
কোন্ যোগে, কোন্ যাগে কোন্ ধর্ম্ম ধরি?
আছে কি এমন জন জগত মণ্ডলে,
এ দীপ ধাভার্থে যাঁরে গুরুপদে ধরি?
এ মন-ভৃঙ্গ-কমল পাই সে মৃণালে?—
পর্শে যে প্রবাহ বহি অকূল অর্ণবে,
ফিরি কি সে আসে কভু পর্ব্বত কন্দরে?
সে বারির বিন্দু বিন্ধ্য সতৃষ্ণায় ধরে,

উঠে কি সে পুনঃ কভু পয়োধর মূলে?—
বীরভূমি পরিহরি! যাও দ্রুতে, তরি
নীলকান্ত কায় পথ অখাত সাগরে!
অচিরে রক্ষার্থে সাথে যাবেন সুন্দরী
যশঃলক্ষ্মী! যাও, সতী প্রণিপাত করে!

অভিষেকোৎসবে ভারতেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর প্রতি উক্তি।

কাঁদে গো সোণারচাঁদ ভাসি দুখ স্রোতে,
হের গো জননী ত্বরা স্বর্গধাম হতে।
পুত্রবৎসলা গো তুমি বিদিত ভুবনে,
অভিষেকে সিচ সুধা মধুর বচনে।
নিবার বিচ্ছেদ জ্বালা বাছা সম্বোধনে,
স্নেহধারা বহ এবে স্মৃতির আননে।
ইচ্ছে সদা চিত, তব চরণ দুখানি,
ভিখারি গো ভবে তব হারায়ে জননী।
মহামায়া-লতা মাতা বুঝিতে যে পারে,
মায়া পাশ মিছে আশ করে তার তরে।
পীযূষ পিয়াশ আশ মিছা সিংহাসনে,
পীযূষ পূরিত ধরি যাঁরা যোগাসনে।
তব পদরজঃ ভবে অকাল ভূষণ,
তব পদরজঃ কালে অমোঘ শাসন।

নির্ব্বাণ কি স্নেহ দীপ চিরকাল তরে,
ডুবিল কি আশা দ্বীপ তুফান সাগরে!
বহে কি কাল প্রবাহ বিস্মৃতি সলিলে!
উঠিল কি অনল কমল মৃণালে!
বহে কিগো জীর্ণ তরি অকূল পাথারে।
কাণ্ডারি বিহনে তরি হতাশা তিমিরে।
তুমি আশা তুমি আলো যদি গেল খ'সে,
কি কাজ বেগার খাটি ভবে ব'সে ব'সে।
আশু এনে আশু রেখে কোথা গো চলিলে
জনম জননী হবে মিছা গো বলিলে।

সম্রাজ্ঞী এলেক্‌জান্দ্রিয়ার ভারতেশ্বরীর প্রতি উক্তি।

মূঢ় সে, বুধ মণ্ডলে তাহে নাহি গণি—
কহে, যে কমলা তুমি নহ গো ভারত
ধ্বজা! শতধিক তারে! ভুলে সে কি মরি
গুণহীনা দুহিতা কি, মা যার ঈশ্বরী!
বীণার ঝঙ্কারে বহে কি কুধ্বনি?
কভু মন্দ গন্ধ শ্বাস শ্বাসে ফুলেশ্বরী
পদ্মিনী? জানকীরে প্রসবিলা গো ধরণী।
আশু ভাবী অন্ধকারে তব দীপ জ্বলে,—
এ কুহক পাইলে গো কোন দেব-বরে?

প্রফুল্ল কমল যথা স্রোতস্বতী নীরে
তপনের জ্যোতিঃ দিয়া আঁকে স্বমূরতি
অতুল সুবর্ণ রঙে, দীনের জননি!
আঁকেছ যে ছবি তুমি এ হৃদয় স্থলে
মোছে তারে হেন কার আছে গো শকতি।
যতদিন ভ্রমি এবে ভঙ্গ ভবতলে,
সাগর মিলনে জর্ডন বহে যেমতি
চিরবাসে, বিকসিত কমলের দলে
সেইরূপে থাক তুমি! দূরে কি নিকটে
যেখানে যখন থাকি, ভজিব তোমারে,
যেখানে যখন যাই, সেখানে মা ঘটে।
দয়ার প্রতিমা তুমি, আলোক আঁধারে!
বিদ্যমান সদা তব স্মৃতি-স্পষ্ট পটে,
সতত জননী মোর সংসার মাঝারে!
হেরিনু স্বপনে তরি অপার সাগরে!
মহামায়া দয়াময়ী যেন ভাগ্যফলে
তব রূপে সুতা তুখে ভাসি আঁখিনীরে
সুধবল আশাপাখা বিস্তারে অম্বরে!
এতদিনে প্রশাবিল সুখসিন্ধু তরী!
কোটি আশানন্দে হাসি আশার আকাশে!
তপনের তাপে তাপি পথিক যেমতি
দৌড়ে গিয়া পড়ে ত্বরা ছায়ার চরণে
তৃষাতুর জন যথা হেরি স্রোতস্বতী
অদূরে, তাহার পানে ধায় ক্ষিপ্রমনে

পিপাসা রাহুর ত্রাসে, এ দাসী তেমতি
দহে যবে প্রাণ তার দুঃখের জ্বলনে
ধরে রাঙ্গা পা দুখানি, ওগো ভগবতি!
ঝর কোলসম, মাগো এ তিন ভুবনে
আছে কি আশ্রম আর? নয়নের জলে
ভাসে-শিশু যবে দুঃখে কে প্রবোধে তারে?
কে মোচে আঁখির জল অমনি আঁচলে?
কে তার মনের আশা বিতরিতে পারে
সুধামাখা কথা কয়ে, স্নেহের কৌশলে?
এই ভাবি, দয়াময়ি, ভাবি গো তোমারে!

কবিবর টেনিসন্ প্রতি ভারতেশ্বরী।

সুমধুর বীণা, কবি, তব হৃদি-মূলে
রোপেছেন বীণাপাণি, বাজাও সরসে!
ধন্য, হে যশস্বি, দেশ তোমার সুগানে
বিতর আনন্দ কণা প্রফুল্ল মুকুলে
বসন্তে! অমৃত ঝর হেরি তব ফুলে;
তাই অলিরূপে সদা মন মোর ব'সে!
হে টেনিসন, জয়ী তুমি হে ভব-কূপে!
পূর্ণ যবে কাল, তুমি ভাস হে উচ্ছ্বাসে!
সংসার পাদপ মূলে তব কীর্ত্তি রবে;
তব জন্ম দেশ মান্য, কহিনু তোমারে!

বীণাপাণি বরপুত্র! গাও পঞ্চস্বরে!
পিকেশ্বর তুমি ভবে সুধা বরিষণে!
প্রলয় ভয়াল তুচ্ছি রবে তুমি ভবে!
বিফল হে বীণাধ্বনি কভু কি সম্ভবে!

বীরকেশরী ডিউক অব ওয়েলিংটনের সমাধিক্ষেত্রে ভারতেশ্বরার শোকোচ্ছাস।

উঠ. বীর-কুল-জয়-সেতু! সাজে কিহে
এ শয্যা তোমারে? এ আচার সাজে কভু
কিহে তাহারে? ভুজবলে যার কাঁপিত
মেদিনী? থরথরি কাঁপিত বীরবৃন্দ
নেহারি যাহারে? বীর-কুল-রবি অস্ত
কি চিরকাল তরে? কোন্ রাজাদেশে হে
রাজভক্ত তুমি, ত্যজ হে আমারে? যার
প্রেমবশে বীর-রসে অসি তব ভাসে!
ভাসি অশ্রুনীরে সমাধি মন্দিরে তব!
নয়ন উন্মীলি দেখ, বীর-কুলোদ্ভব!
উঠ, রথি! করে তুমি নিরন্ত সাধিতে
মম আজ্ঞা! তবে যদি কাল-ভয়-বশে
চিরনিদ্রা ব্রত তুমি ত্যজিলা সবারে!
হে বীরেশ! কহ শুনি কোন্ অপরাধে

অপরাধী তব কাছে অনাথা যুনানী !
হে দীন-বান্ধু ! কেমনে ভুলিলে হে আজি
স্মৃতিসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে !
হে বৃটিশ কুলচূড়া ! অসহায় আমি
তোমা বিনা যথা গন্ধ শূন্য নাসারন্ধ্রে !
তোমার শয়নে ব্যাকুল এ বলিদল ।
দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি ? উঠ ভীমবাহু ।
বোণাপার্ট বলিয়ানে কে ত্রাসে সমরে ?
বীরবীর্য্যে হে অনল কে আর বিতরে ?
রক্ষ রক্ষ মাতা তুমি নিজ ভুজবলে !
তোমা বিনা দেশ যশে কার প্রাণ জ্বলে !
আনন্দে অপ্সর অপূর্ব্ব নৃত্য সে করে !
তোমা হেন নাথ লভে, কোন দেববরে ?

বিদায় উপলক্ষে বাগ্মীপ্রবর কেশবচন্দ্র সেন প্রতি ভারতেশ্বরী।

যাও বৎস ফিরে এবে ভারত উদ্যানে !
যাও বৎস সুখে এবে ভারত কাননে !
গাথি ফুলহার এবে মাতার কারণে !
রাখ যশ ভবে এবে পরম যতনে !
এতদিনে দেখা দিল সুখ বিভাবরী !
হাস মাতা মনানন্দে আশাসিন্ধু তরি !

কেশব রতন মিলয়ে এখন ভবে!
দুখের পতন জানিবে তখন তবে!
মোহিত জগত কেশব-অরুণ জালে!
সুতানে বাজায় বীণা-বাণী তালে তালে।
এহীন সুধার স্রোত নাহি দেখি চক্ষে!
রাখ রাখ মাতা ধন চির তব বক্ষে!
বিমুখ বিধিরে এবে সদয় কি গুণে!
কেশব বৈভব মম না জানি স্বপনে!
পুত্রকুল রবি তুমি বিদিত ভুবনে!
ভুবন আঁধার মম তোমার কারণে।
জননী বলিয়ে মোরে রেখ সদা মনে।
কোহিনুর জিনি তুমি যশের গগনে!
লক্ষ রাক্ষ সৈন্য মম কি করিতে পারে!
সুধামাখা ধ্বনি তব যদি সুধা ক্ষরে!
পুণ্যে রে জনম তব ভারত উদরে!
পুণ্যে রে ভারত মম জগত প্রচারে!
পুণ্যে তব বাক্য সুধা বিরাট মন্দিরে!
পুণ্যে এবে মাতৃদুখে মম হৃদি ঝরে!
পুণ্যে নিশার আশার স্বপন ভাঙ্গিল!
পুণ্যে মোর মাতৃদুখে হৃদয় গলিল!
যতদিন বহি এবে দুর্ব্বিষহ ভার!
মাতৃদুখে সদা বাজেরে হৃদয় তার!
স্নেহ সোণা খনি মম ভারত জননী!
জানিয়ে এ তত্ত্ব কথা গাহিছে ভবাণী!

দয়াময়ি তুমি জানিবে গো মোর আশা !
ভববাসা শেষে গো তোমায় করি বাসা !
কেশব কেশবে জাগাই গো সব আশা !
শব সবে ভবে না জানে ভাষা সুরাসা !
কেশব কমল ফুটিল ভারত কুলে !
কেশব হৃদয় শোকের আবেগে গলে !
কেশব-বাঞ্ছা-বাঞ্ছা কেশব কি হ'ল !
শোক হলাহলে সুখসুধা কি ভাতিল !

(ফিরে এল !)

পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষমূলর প্রতি ভারতেশ্বরীর উক্তি।

মথি বারিনাথে যথা দেব দৈত্যদলে
লভিলা অমৃতরস, তুমি শুভক্ষণে
যশঃরূপ সুধা, বুধ, লভিলা স্ববলে,
সংস্কৃত বিদ্যারূপ বারীশ মথনে !
বুধ-কুল-রবি তুমি অম্লান কিরণে।
কোন্ রাজা তব পূজা পায় এ অঞ্চলে ?
সুতানে বাজায়ে বীণা বাল্মীকি আপনি
শোনায় রামের কথা তোমায় স্বপনে।
বদরিকাশ্রম ত্যজি উঠে গীতধ্বনি
বাড়ায়ে আদর তব ভীমধ্বনি করে !

স্নেহে ভাসে কালিদাস, নেহারি তোমারে।
কে জানে কি পুণ্য তব ছিল জন্মান্তরে।
পূজক বিহীন কভু হইতে কি পারে?
সুন্দর মন্দির তব! পশ আশুমতি।
ইচ্ছি গো, কল্পনারূপ খনির মাঝারে
কুড়ায়ে রতন রাজি, সাজায় তোমারে।
জগত কোবিদ শোভা বাড়াই আদরে।
কি লাভ দীনের, কহ আশার ছলনে!
কি লাভ সঞ্চয়ি এবে অসার কাঞ্চনে!
রসাপ্রিয়! বীণাপাণি চির কার ঘরে?
যশের আকাশ হ'তে কভু কিহে খসে
এ নক্ষত্রেশ? কোন্ কীট ফোটে এ স্ফাটিকে!
অধিষ্ঠান নিত্য তব মম স্মৃতি মঠে!
সতত আশ্রয় তুমি সংসার পাথারে।
এই বর হে বরদে, ভক্তজনে মাগে
জ্যোতির্ম্ময় কর, রাখি, গরব রতনে।

ভবধামে ভারতেশ্বরী।

এই যে হেরি গো রাণী আমরি।
সব আনন্দময় শঙ্কর সহচর,
সব সুধাময় নেহারি।
শৃঙ্গে উঠেছে চন্দ্রমা, শৃঙ্গে অরুণ রবি উদিছে
শৃঙ্গে মর-মণ্ডল চলিছে,—

অপূর্ব্ব মহিমা তারকা সবে
এ মহিমার মাঝারে তুমি কেগো রাণী
আলোকে আলো আঁধারি!
আজি মলয় আকুল, শৃঙ্গে শৃঙ্গে একি এ গীত গাহিছে
সিন্ধু কহিছে প্রাণের কাহিনী
নব রাগ রাগিণী উছাসিছে,
এ আনন্দে আজ গীত গাহে মম হৃদয় সব নিবারি।
তুমিই কি দেবী ভারতী, দয়াগুণে তপ্ত আঁখি জুড়ালে,
সুধা আনিলে শোকের সাগরে,
স্নেহময়ী বলিয়ে জানাইলে?
তুমি ধন্য গো,
রব চিরকাল কুমার জানি তোমারি।

উল্লাস।

শুনেছ—শুনেছ কি নাম তাহার
শুনেছ—শুনেছ তাহা!
বিজয়া—বিজয়া—বিজয়া—বিজয়া—
কেমন করুণ আহা!
বিজয়া—বিজয়া—বাদিছে শ্রবণে
নাচিছে প্রাণের অতল ধাম,
কভু স্মৃতি সুখে উঠিতেছে মুখে
বিজয়া—বিজয়া—বিজয়া নাম!

স্নেহে ; ভারতবাসীরা তাহারে
বিজয়া বলিয়া ডাকে,
স্বদেশীরা তার বিজয়া — বিজয়া
বিজয়া—বলে গো তাকে !
বিজয়ার মত মহিমা তাহার,
বিজয়া যাহার নাম.
করুণ — করুণ — করুণ অতি
যেমন করুণ নাম !
যেমন করুণ তেমনি অমল
তেমনি অমর ধাম .
বিজয়ার মত মহিমা তাহার
বিজয়া যাহার নাম ।

অবসান ।

এত শীঘ্র ফুটিল কেন সে !
ফুটিলে পড়িতে হয় খসে ;
মুকুলের দিন থাকে তবু,
ফোটা ফুল ফোটেনাত আর !
নাহি জানি যাবে মধুমাস,
দুদিনের ফুরাবে নিশ্বাস !
বসন্ত আবার আসি জুটে,
গত কে রে নেহারে আবার !

নিশান্তে।

অধমে নাহি ধররে আর,
ফুল বিনা তার মন টুটে।
নীহার হেমন্তেরে পড়েছে,
কি ফল তার যাইয়ে পাছে!
যাই হেথা হঁতে যাই উঠে
সাধের ফুল উঠেছে ফুটে!
সাধের সুধার পথে
যেতে হবে কথা মতে
মা দিয়েছে যবে!
একটি বসন্ত রাতে
ছিল ভবে সুখ সাথে
পোহালত, চলে যাই তবে!

প্রকৃতির প্রতি।

পাখীর বেশে, তানে তানে, গান করে জুড়াত সে,
হে প্রকৃতি তারে নিয়ে কি হ'ল তোমার!
শত রঙ করা পাখী তোর কাছে ছিল নাকি!
কত গ্রহ, তারা, বন আকাশ অপার!
জননীর কোল হতে কেন তবে হরে নিলি!
লুকায়ে ধরার কোলে ফুল দিয়ে ঢেকে দিলি!
মন-মুগ্ধ-পুষ্পময়ি! মহতী প্রকৃতি অয়ি,

না হয় একটি পাখী নিলি চুরি করে—
অতুল ঐশ্বর্য্যবল তাহে কি বাড়িল তব!
সুখের আনন্দ বিন্দু মিলিল কি ওরে!
অথচ তোমারি মত অসীম মায়ের হিয়া,
ঘোর তমময় হ'ল দীনের সে পাখী গিয়া!

সেই করুণ মুখ।

সেই করুণ মুখ জাগে মনে!
ভুলিব না এ জীবনে।
কি স্বপনে কি জাগরণে!
তুমি জান বা না জান
মনে সদা যেন বাঁশরী বাজে,
হৃদয়ে সদা আছ ব'লে।
দীনে প্রকাশিবে কেমনে,
শুধু চাহে কাতর নয়নে।

সখীগণ বেষ্টিতা স্বর্গীয়া ভারতেশ্বরী।

১ আহা, আজি এ বসন্তে এত গন্ধ ছুটে,
এত বাঁশি বাজে, এত পাখী গায়,
রাণীর হৃদয় কুসুম কোমল
কার স্নেহদরে আজি ঝরে যায়!

কেন কাছে আস, কেন মিছে হাস,
কাছে সে থাকিত সেত থাকিতে না চায়!
সতী ক্লান্ত ক্ষান্ত শচীকান্ত ভ্রান্ত
বিজয় বসন্ত দুখে হো'ক শান্ত
ভারতী রাণীর নয়নের নীর
দেবীগণে, যেন, দেখিতে না পায়!
যারা দেখেও দেখে না যারা বুঝেও বোঝেনা,
তারা ফিরেও না চায়!

হারাহৃদয়া অপসরা।

কি হল তোমার! বুঝি না ভগিনি
হৃদয় হারায়েছি!
ভারত গগনে অমল মনেতে
স্নেহ লয়ে দিদি গেছিনু আনিতে,
স্নেহ কুড়াইতে স্নেহ ছড়াইতে।
স্নেহের মাঝারে আলো দেখাইতে।
স্নেহ ফুল দলি প্রেম বিলাইতে
সহসা ভগিনি নয়ন মেলিয়া
সারি সারি আশা হৃদয়মাঝারে
প্রাণ হারায়েছি!

২ আশার মাঝেতে চলিতে চলিতে
যদি কেহ দিদি আসিয়া যায়

তারপর অশ্রু ভাসিয়া যায়।
শুকায়ে পড়িবে মুটিয়া পড়িবে
আশাপত্র তার খসিয়া পড়িবে
যদি কেহ দিদি কাঁদিয়া যায়!

৩ অমর অপ্সর অপূর্ব্ব হৃদয়
কখনো সহেনি নিরাশকর
অপ্সরা আশার মানিনী পাপড়ি
সহেনি শোকের ভ্রমণ ভর!
চিরদিন দিদি বাতাসে দুলিত
জোছনা আলোকে নয়ন ফুটিত
যশ পরিমলে অধর ভরিয়া
লোহিত দয়ার সিঁদুর পরিয়া
দাসেরে ডাকিত হাসিতে হাসিতে
কাছে এলে তারে দিত না কাঁদিতে
সহসা আজ সে হৃদয় সোণার
কোথায় হারায়েছি!

বিজয়াক্রোড়ে শঙ্করের আনন্দোচ্ছ্বাস।

কি কহব রে সতি আনন্দওর।
চিরদিনে বিজয়া মন্দিরে মোর॥
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল।
মারি মুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥

আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম মায়ি দূর দেশে না পাঠাই ॥
শীতের ওঢ়নী মায়ি গিরিষের বা।
বরিষার ছত্র মায়ি দরিয়ার না ॥
ভণয়ে ভবপ্রীতি শুন ভবনারি।
সুজনক দুঃখ দিন দুই চারি ॥

ভবধামে
বিজয়া সজ্জা।

ভবানী আদেশে, মনের হরষে,
কুসুম রচনা করে।
মল্লিকা মালতী, আর যাতী যুথী,
সাজাইছে থরে থরে ॥
আজ রচয়ে বিজয় শেজ।
মুনিগণ চিত, হেরি মুরছিত,
কন্দর্পের ঘুচে তেজ ॥
ফুলের আচির, ফুলের প্রাচীর,
ফুলের ছাইল ঘর।
ফুলের বালিশ, কারণ আলিশ,
প্রতি ফুলে ফুলশর ॥
শুক পিক দ্বারী, মদন প্রহরী,
এমন বাঙ্কাপে ভায়।

ছয় ঋতু মত্ত, সহিতু বসন্ত,
মলয় পবন বায় ॥
উজোরল রাতি, মণিময় বাতী,
কর্পূর তাম্বুল বারি ।
ভবদাস ভণে, বাগি স্থানে স্থানে,
শয়ন করল গোরী ॥

ভবধামে
বিজয়ার পতিসাক্ষাৎ দর্শন ।

কাঞ্চন বরণ কানু, দলিত অঞ্জন তনু,
উদয় হয়েছে সুধাময় ।
নয়ন চকোর মোর, পিতে করে উতরোল,
নিমিখে নিমিখ নাহি হয় ॥

সখি ! দেখিনু বল্লভরূপ ভাসিছে জলে ।
ভাবে সে নাগরী, হয়েছে পাগলী,
সকল লোকেতে বলে ॥
কিবা সে চাহনি, ভুবনু ভুলনী,
দোলে গলে বনমাল ।
মধুর লোভে, ভ্রমর বুলে,
বেড়িয়া তঁহি রসাল ॥
দুইটী মোহন, নয়নের বাণ,
দেখিতে পরাণে হানে ॥

পশিয়া মরমে, ঘুচায়ে ধরমে,
পরাণ সহিত টানে॥

ভবদাস কয়, ভুবনে না হয়,
এমন রূপ যে আর।
যে জন দেখিল, সে জন ভুলিল,
কি তার কুল বিচার॥

ভবধামে
বিজয়ার কুমার লিওপাল্ড দর্শনে আনন্দোচ্ছ্বাস।

সুধা ছানিয়া কেবা, ও সুধা ঢেলেছে গো,
তেমতি কুমার চিকণ দেহা।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা, খঞ্জন আনিল রে,
চাঁদ নিঙাড়ি কৈল থেহা॥

সে থেহা নিঙাড়ি কেবা, মুখ বনাইল রে,
জবা ছানিয়া কৈল গণ্ড।
বিম্বফল জিনি কেবা, ওষ্ঠ গড়ল রে,
ভুজ জিনিয়া করিশুণ্ড॥

কম্বু জিনিয়া কেবা, কণ্ঠ বনাইল রে,
কোকিল জিনিয়া সুস্বর।

আরদ্র মাখিয়া কেবা, সারদ্র বসাইল রে,
ঐছন দেখি পীতাম্বর॥

বিস্তারি পাষাণে কেবা, রতন বসাইল রে,
এমতি লাগয়ে বুকের শোভা।

দাম কুসুমে কেবা, সুষমা করেছে রে,
এমতি তনুয় দেখি আভা॥

আদলি উপরে কেবা, কদলী রোপল রে,
ঐছন দেখি উরুযুগে।

অঙ্গুলি উপরে কেবা, দর্পণ বসাইল রে,
ভবদাস দেখে যুগে যুগে॥

ভবধামে

বিজয়ার জননী দর্শন।

এস গো স্নেহময়ী প্রতিমা!
এস গো ভবের দেবী করুণাবাসনা;
কোরোনা আমারে ছলনা!
যা পেয়েছ ধন মান! তাহা যে, চাহেনা প্রাণ;
দেবি গো, চাহিনা চাহিনা, মণিময় ধূলিরাশি চাহিনা,
তাহা লয়ে সুখী যারা হয় হোক-হয় হোক
আমি, দেবি, সে সুখ চাহিনা।
যাক্ লক্ষ্মী অলকায়, যাক্ লক্ষ্মী অমরায়,

এ রূপে এসেনা এসেনা,

এসেনা এ দীন-সাধ-কুটীরে !

যে রেণু পেয়েছি ধ্যানে, মন প্রাণ আছে ভোর

আর কিছু চাহি না চাহি না !

ভবধামে

বিজয়ার শঙ্করে ঈশারূপ দর্শন।

এ কি করুণা করুণাময় !

ঈশা মম যে শঙ্করময় !

ঈশা মুশা ভিন্ন কভু নয় ! ·

অমল কিরণে জ্ঞানোদয় !

হৃদয় শতদল লুটাই !

তুমি বিনে কে তারে ফুটাই !

অন্তরে অন্তর অন্তর্যামী !

তুমি বিনে কেগো আর স্বামী !

পিতামাতা সব গো মিলাই !

দয়াময়ে যদি গো জানাই !

বিজয়া নাহি যাবে গো ভবে !

রাখ কাছে জানি দয়া তবে !

রেখো রেখো ভবে সুখে আজ !

আঃ মা বিনা জানে না সে কিছু !

প্রবোধ।

মন আঁখি জুড়াল নেহারি রে!
মনোমোহন রূপ মাধুরি রে!
বাজেরে বাঁশরী উদাস স্বরে!
ফুল গন্ধে প্রাণ আকুল করে!
নিকুঞ্জ প্লাবিত রে চন্দ্রকরে!
ক্ষরে সুধা সদা মিটে ক্ষুধারে!
আন আন ফুলমালা ধ্বনি রে!
দাও দোঁহে গাথিয়ে বাঁধিয়ে রে!
হৃদয়ে পশিছে ভক্তি আশ রে!
অক্ষয় যুগল প্রেমপাশ রে!
হাস হাস চাঁদ ঐ আকাশে রে!
হারা হৃদয় ফিরে এসেছে রে!
চল চল ফিরে মায়ের বরে!
আলোক ফুটেছে আঁধার ঘরে!

বিজয়া, আকাশে বাণী।

তুমি দেখ সবে—উঠি দেখ তবে
নাহি ভাস নীরে, ভাক্টোরী গিয়েছে
গেট্টুর বরণ রে!

শোকের দারুণ প্রাচীর আঁধার
শতধা শতধা করিয়া বিদার
বিজয়া বিজয়ী তপন গিয়েছে
জীবন কিরণ রে!
মাথায় বিজয়া কিরীট ভাতিছে
গলায় বিজয়া বাণীর মাল,
বিজয়া সেবায় উছলি উঠেছে
বিজয়া রবির করুণ ভাল!
উষা রাজবধূ দাড়াইয়া পাশে
মনের উল্লাসে মা মা বলি ভাষে
মনে মনে হেসে হারা হল বুঝি;
বুঝিবা আনন্দ ধরে না তার!
আঁখি দুটি নত ভক্তি ভাবে রত
পদতলে শুয়ে সুখে ভাসে কত;
অধর প্রপাত হইতে সঞ্জাত
হাসি সুধারাশি—ধরে না আর!
যাও যাও সবে—ছুটে যাও তবে,
যাও যাও তবে ত্বরা,
এখন বিজয়া কমল বিকাশ!
এখন হাসিছে ধরা!
স্নেহ দেহে যেন করুণ পরাণ
ভাসিছে কাতরে রে!
বিজয় চরণ নামিতে চায়!
বিজয় চরণ শোভিতে চায়!

বিজয় হৃদয় মম
স্বরগ বিহগ সম
নব নব গান গাহিতে গাহিতে
ভারতের (আশু দীন) পানে চাহিতে চাহিতে
উড়িবে আকাশে রে !



সমাপ্ত।

OPINIONS.

আপনার ভিক্টোরিয়া ভারতীর কতিপয় কবিতা শ্রবণ করিয়া সুখী হইলাম। পুস্তকের ভাব, ভক্তি, কবিত্ব কল্পনা সকলই আছে। আশা করি এই পুস্তক প্রত্যেক বাঙ্গালী গৃহে রাজভক্তির চিহ্নস্বরূপ সযত্নে পঠিত ও রক্ষিত হইবে।

প্রসিদ্ধ [illegible], "কমলা" ও "সরলা" গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীযদুনাথ ভট্টাচার্য্য।

Read the Bengali poems of Babu Ashutosh Mukherji of Kundla. I am much pleased with them for their simplicity, melody and thoughtfulness. Public ought to encourage our new author for his noble enterprise. The intended book is in every way fit to be placed in the hands of young children as a text book and we would be gratified if proper notice be taken of this by the Education authorities

HARINARAIN MISRA, B. L.,
Pleader, Beerbhum.

I have read some of the Bengali poems by Babu Ashutosh Mukherji. The author has tried his best to make them as simple and thoughtful as he could. He has attempted to depict the noble traits in the character of our late Empress in a very simple and sweet style and I hope this maiden work should receive proper encouragement from public and more especially from the school authorities.

KRISHN GOPAL MITRA, B. L.,
Pleader, Beerbhum.

অতি উত্তম কবিতা হইয়াছে।

Jogendra nath Banerjee

কবিবর কবিত্ব শক্তি দেখিয়া মোহিত হইলাম। স্থানে স্থানে ভাবের উন্মেষ অতি চমৎকার। পাঠকগণ কবিতাগুলি পাঠ করিলে গ্রন্থকর্ত্তা তৃপ্তি-লাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

শ্রীচারুচন্দ্র সিংহ বি. এল
জজকোর্টের উকীল, সিহুঁরি।

শ্রীহরিলাল কাব্যতীর্থ,
হেডপণ্ডিত গভঃ এন্ট্রান্স স্কুল, সিহুরি।

আমি এই গ্রন্থের অনেক স্থান বিশেষ করিয়া দেখিলাম। গ্রন্থখানি সকল রসের সারাংশ গ্রহণ করিয়াছে, পরন্তু গ্রন্থকার বিচিত্র শব্দ ও অর্থালঙ্কার দ্বারা গ্রন্থের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। গ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট বস্তুর স্বভাবতঃ উৎকর্ষতা আছে। এ সব গ্রন্থকারের লেখার পারিপাট্য দৃষ্টে আশা করি এতদ্দেশে এই গ্রন্থ বাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই সমাদৃত হইবে।

শ্রীছয়কড়ি ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য,
ভূতপূর্ব্ব [illegible] রাজবাটীর সভাপণ্ডিত।

শ্রীবক্রনাথ তর্কচূড়ামণি,
তেঁতুলিয়া।

সাদর উপহার।

কবিবর হে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়,
শুনিলে তুহার গাথা পরাণ জুড়ায়।
কিবা শব্দ কিবা ছন্দ সকলি সুন্দর,
শুনিলে আবৃত্তি তব কাঁপে কলেবর।
কোথা হেম কোথা রবি শ্রীমধুসূদন,
আশুর প্রভায় সব মলিন বদন।
ধন্য ধন্য আশুতোষ কবি ধুরন্ধর।
তোমার প্রভায় দেশ কাঁপে থরথর॥
বীরভূমে, বীর তুমি কল্পনা-বিজয়,
রাজভক্ত তুমি বীর মহান হৃদয়॥

শ্রীশিবরতন মিত্র,
বীরভূম, ২০শে চৈত্র, ১৩০৯ সাল।

